# মণ্ডলীর ইতিহাসে যাত্রার একটি সহায়িকা

*Sant' Apollinare Nuovo-এর শিল্প কর্ম ঃ*
*প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতর ও আন্দ্রিয়-এর*
*যীশুর অনুসরণ (ষষ্ঠ শতাব্দী)*

**'যীশু ত্রাণকর্তা'**

আমরা সবাই কোন না কোন এক সময় রাস্তার পাশে সাইনবোর্ডে : 'যীশু ত্রাণকর্তা' অথবা গাড়ির স্টিকারে 'যীশু জীবিত আছেন!' বা 'যীশু আপনাকে ভালবাসেন!' এ জাতীয় লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছি। এমন চমকপ্রদ দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রভাবে আমরা বরং কৌতুহলী হই যা ঈশ্বর এবং যীশুখ্রীষ্ট কারো না কারোও জীবনে জাগাতে পারেন ; "ঈশ্বর আছেন, আমি তাঁর দেখা পেয়েছি" নামের বইটি তো 'বেস্ট সেলার'-এ উন্নীত হয়েছিল।

## যীশুখ্রীষ্টের বাণী হিসাবে মণ্ডলী

কিন্তু এটা কি ক'রে সম্ভব যে, আজ আমরা যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে বলতে পারছি ? কারণ হল যে, প্রায় দু'হাজার বছর আগে তাঁর পরবর্তী আদি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের দ্বারা আমাদের কাছে যীশুর নাম হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। আর এই হস্তান্তরিত হওয়ার ঘটনা শুধুমাত্র যে একটি বই, যা লেখা ও পরে ছাপা হয়েছে, তার মাধ্যমে হয়েছে তা নয়। এই হস্তান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে তাদের সমাজে যারা নিজ কানে যীশুর ঘোষিত ঐশবাণী শুনেছিল, যা বস্তুত যীশুখ্রীষ্টেরই শিক্ষা। অনেক বছর আগে রচিত বিশ্বাসমন্ত্রে আঠার মত লেগে থেকে অথবা দু'হাজার বছর পিছনে ফিরে গিয়েও আমরা যীশুর দেখা পাই না। আমরা তাঁর দেখা পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবন-কাঠামোয়, এছাড়া আমাদের বিশ্বাসী পিতৃপুরুষদের দৈনন্দিন জীবন-কাঠামোয় তাঁর যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে সেই রূপের মধ্যে তাঁর দেখা পাই। কোন সূত্র বা মন্ত্র নয় বরং বিভিন্ন ঘটনা এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাই বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন ক'রে এসছে। আর

তাই তো এসব ঘটনা এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জীবন-যাপন আমাদের আজ আকৃষ্ট করে।

**মঙ্গলসমাচার এবং মানব সভ্যতা**

আজ দু'হাজার বছর পর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি – কি ধরনের যীশুকে আমরা উন্মোচন করতে যাচ্ছি। রোম সাম্রাজ্যের সুদূর প্রদেশ প্যালেষ্টাইনে সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসনামলে যীশুর সুসমাচার প্রথমবারের মত প্রচারিত হয়েছিল। যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা বসবাস করেছেন, কাজ করেছেন এবং বাইবেলীয় সংস্কৃতির পটভূমির পরিবেশে প্রচার করেছেন। তথাপি বাণীর ঢেউ ভূমধ্যসাগরের প্রতিটি তীরে এসে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বাণীকে প্রতিনিয়ত নতুন ভাষা, সংস্কৃতি ও দর্শনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে হয়েছে। যারা এই বাণীকে গ্রহণ করেছে তারা ছিল চাষী, শহরবাসী, যাযাবর ... ইত্যাদি। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়ার ফলে বাণী কি সেই একই রকম রয়েছে শুরুতে যেমন ছিল? যারা প্রগতি বলতেই কোন কিছুর স্বাভাবিক অর্থের ভিন্ন অর্থ বুঝে থাকেন সেই ঐতিহ্যবাদীদের মতে এবং অন্যান্য যারা অতীতের সঙ্গে বিশ্বস্ততা রাখাকে নিশ্চলতা বা অটলতা বুঝে থাকেন তাদের মতে বাণী কি বিকৃত হয়নি, এর সত্য অর্থ হারায়নি?

## [১] মণ্ডলী, এক বৃদ্ধা মহিলা যিনি তার যৌবন ফিরে পেয়েছেন

*দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিককার লেখক হার্মাসের মনে তাঁর সময়ের মণ্ডলীতে বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ ক'রে অনুতাপ বিষয়ক জটিলতা জায়গা ক'রে নিয়েছিল। পর পর দেখা কয়েকটি দর্শনে একজন স্বর্গদূত তরুণ রাখালের রূপ ধরে হার্মাসের যত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সেই দর্শনে মণ্ডলী এক বৃদ্ধা মহিলার রূপ ধরে আবির্ভূত হয়। যা ঈশ্বরের চিন্তায় মূলতঃ মণ্ডলীর প্রাচীনতাকে বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝায় খ্রীষ্টানদের দুর্বলতা ও পাপময়তা, মণ্ডলীর শক্তি ও আনন্দকে হারিয়ে ফেলতে সহায়তা করেছে।*

আমি দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধা মহিলাকে, পরণে তার উজ্জ্বল রঙের বসন, হাতে একটি গ্রন্থ। তিনি নিজেই আমার পাশে এসে বসলেন এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, 'হার্মোস, তোমার দিন ভাল যাক'। ব্যথ্যভরা হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আমিও তাকে বললাম, 'ভদ্রা, আপনার দিনও ভাল যাক।'

'উনি (ভদ্রা মহিলা) কে?' আমি যুবককে জিজ্ঞেস করলাম। 'মণ্ডলী' যুবকটি উত্তর দিলেন। তখন আমি যুবককে বললাম, 'যদি তোমার কথাই ঠিক, তাহলে তিনি এত প্রাচীনা কেন?' 'কারণ,' তিনি বলেন, 'সবকিছুর আগে তাকেই প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যই তিনি এত প্রাচীনা, আর তার জন্যেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।'

ভাইবোনেরা, প্রথম দিব্যদর্শনে আমি ভদ্রা মহিলাকে দেখেছিলাম, তখন তাকে অনেক বয়স্কা দেখাচ্ছিল, তিনি একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। দ্বিতীয় দর্শনে মুখমণ্ডল ছিল একজন কিশোরীর মত, কিন্তু দেহ ও মাথার চুল ছিল কোন বয়স্কারই মত; তিনি দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলছিলেন; প্রথম দর্শনে তাকে যতটা খুশি দেখাচ্ছিল তার থেকে তখন তাকে আরও বেশী খুশি দেখাচ্ছিল। তৃতীয়বার দর্শনে তাকে বেশ তরুণীই লাগছিল, দেখাচ্ছিল অসম্ভব সুন্দরী, শুধু তার চুলগুলি ছিল পাকা; তিনি যেন আনন্দ ও খুশিতে ফেটে পড়ছিলেন, গদিতে বসে ছিলেন তিনি।

'প্রথম দর্শনে,' আমি যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন উনাকে প্রাচীনা দেখাচ্ছিল আর কেনই-বা উনি চেয়ারে বসে ছিলেন?' যুবকটি তখন আমায় বললেন, 'কারণ আপনাদের মন ছিল পুরাতন ও ম্রিয়মান, তাছাড়া দুর্বলতা ও সন্দেহের কারণে আপনাদের মনে জোর ছিল না।

দ্বিতীয় দর্শনে আপনি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, দেখেছেন আগের চেয়ে আরও তারুণ্য ও প্রফুল্লে ভরা তার মুখমণ্ডল, কিন্তু দেহ ও চুলগুলি যেন ছিল কোন বৃদ্ধারই মত। সদা প্রভু আপনাদের দয়া করেছেন এবং আপনাদের মনকে করেছেন উজ্জীবিত; নিজেদের দুর্বলতাকে আপনারা একপাশে সরিয়ে রেখেছেন বলে মনের শক্তি ফিরে পেয়েছেন আর এইভাবে আপনারা হয়ে উঠেছেন বিশ্বাসে বলীয়ান।

তৃতীয় দর্শনে আপনি তাকে কিশোরী, লাবণ্যময়ী এবং আনন্দ মুখর দেখেছেন, তাকে দেখাচ্ছিল পরম সুন্দরী। যারা অনুতাপ করেছে তারা তাদের ভরা যৌবন ফিরে পাবে এবং বলীয়ান হয়ে উঠবে।'

হার্মাসের পালক
2.2;8.1; 3f.;20;21

যখন বিশেষ একটি সংস্কৃতিতে দীর্ঘকাল ধরে বাণী প্রচার করা হয়ে থাকে তখন বাণীদূত বা প্রচারকগণ আসলে কি প্রচার ক'রে বেড়ান ? শুধুমাত্র কি মঙ্গলসমাচার, নাকি বাণী আর এর সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক পটভূমি ? 'খ্রীষ্টীয় সভ্যতা' ষোড়শ শতাব্দী থেকে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক সময় এই সভ্যতা বিভিন্ন জাতির প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি হয়ে তা হয় ধ্বংস না হয় বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। অনেক সময় একটি সভ্যতার ভিতকে নাড়া দেওয়ার বা তার অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টীয় বাণী/শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। এটা সকলের জানা যে স্প্যানিশদের দ্বারা আমেরিকা বিজয় এবং এই নতুন জগতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সেখানকার প্রাচীন বা প্রাক্-কলম্বিয়ান সংস্কৃতির ধবংস ঘটিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ আজটেকস ও ইনকাস। জাপান ও চীনের খ্রীষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে সুচিন্তিত আত্ম-রক্ষাকে ধরে নেওয়া হয়।

**মঙ্গলসমাচার এবং প্রতিষ্ঠান**

অসুবিধাগুলো সেখানেই শেষ হয় নি। খ্রীষ্টীয় জীবন ব্যক্তির অন্তরে আলোকপাতে সীমাবদ্ধ না। প্রথমে দরকার সাক্ষ্য, তবে এজন্য যা অপরিহার্য তা হল শিক্ষা এবং কোন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন যাতে নবাগতদের বরণ ক'রে নিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ক্ষমতার অধিকারী, আর সকল ক্ষমতাই এক রকমের। মণ্ডলী যীশুর বাণী ও তাঁর সংস্কারসমূহের মধ্য দিয়ে স্বয়ং যীশুকেই প্রদান করার জন্য বিদ্যমান। কিন্তু সব সময় মণ্ডলীও প্রলোভিত হয় একটি রাজনৈতিক দল বা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত নিজেকে গড়ে তুলতে এবং তার আশেপাশের সমাজকে নমুনাস্বরূপ গ্রহণ করতে। তখন খ্রীষ্টানরা জিজ্ঞেস করে, 'যীশু ও তাঁর মঙ্গলবাণী থেকে আমরা কি অনেক দূরে না ? মণ্ডলীর কি শুদ্ধ হওয়া উচিত না ?' এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী আসে আর যায়, জন্ম নেয় আন্দোলন যা

## [২] মণ্ডলীর ইতিহাসের বিষয়বস্তু

*প্যালেষ্টাইনে সীজারিয়ার বিশপ ইউসেবিয়ুসকে (জন্ম প্রায় ২৬৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ৩৪০ খ্রীঃ) 'মণ্ডলীর ইতিহাসের জনক' বলে সম্মান করা হয়। তাঁর মাণ্ডলিক ইতিহাস বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রথম শতাব্দীগুলোর নথিপত্র/ দলিলের ভাণ্ডার। তিনি ছাড়া এইসব দলিলের হয়ত কোন হদিস মিলত না। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য তিনি আমাদের জানান। আজকের দিনে একটি মণ্ডলীর ইতিহাসের সেই একই প্রত্যাশা আমাদেরও কি আছে ?*

এগুলি ছিল আমার লেখায় লিখার বিষয় ঃ আমাদের মুক্তিদাতার আগমনের দিন থেকে শুরু ক'রে আজকের দিন পর্যন্ত ধন্য প্রেরিতশিষ্যদের উত্তরাধিকারীগণ; গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ যা মুক্তির ইতিহাসে ঘটছে বলে বলা হচ্ছে; সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় সমাজগুলির নেতা/নেত্রী হিসাবে যাঁরা ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল ক'রে আছেন; যাঁরা প্রতিটি প্রজন্মে মুখের কথায় ও লেখালেখির মাধ্যমে ঐশবাণীর দূত ছিলেন; তাঁদের নাম, সংখ্যা ও সময় যারা নবীকরণ প্রিয়তার কারণে নিদারুণ ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছে এবং মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে তথাকথিত জ্ঞানের উপস্থাপক হিসাবে প্রচার করে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত খ্রীষ্টের মেষপালকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে; সর্বোপরি বিভিন্ন দুর্যোগ/দুর্ভোগ যা মুক্তিদাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার পর পরই ইহুদী জাতির উপর নেমে এসেছিল; ঐশবাণীর বিপক্ষে বিজাতীয়দের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং কাল; মহাপ্রাণগণ যারা পরিস্থিতির ডাকে সাড়া দিয়ে ও সংগ্রাম ক'রে মৃত্যুবরণ ও যাতনাভোগ করেছেন; আমাদের সময়ে সংঘটিত সাক্ষ্যমরণ এবং আমাদের প্রতি আমাদের মুক্তিদাতার করুণাময় ও মহানুভব সাহায্যদান।

যিনি আমাদের মুক্তিদাতা ও প্রভু যীশু, ঈশ্বরের খ্রীষ্ট সেই তাঁরই দেহধারণ দিয়ে আমার লেখা শুরু করব অন্যকিছু দিয়ে নয়।

তবে এ ধরনের কাজ সুন্দর ভাবসম্পন্ন লোকদের কাছে সহানুভূতি দাবী করে। আমি নিজে স্বীকার করি যে, আমার অঙ্গীকার সম্পূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে পূর্ণ করা আমার সাধ্যের বাইরে। আসলে, এ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং একটি নির্জন পথ যে পথ কেউ কখনো মাড়ায়নি সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমিই হলাম প্রথম।

*সীজারিয়ার ইউসেবিয়ুস*
*মণ্ডলীর ইতিহাস I,i, ch.1*

মঙ্গলসমাচারের পশ্চাদে যেতে চেষ্টা করে এবং এর ফলে কোন কোন সময় মণ্ডলীতে ধর্মবিভেদ এসেছে। মধ্য যুগে লিয়োন্সের ওয়ালদো এবং আসিসির সাধু ফ্রান্সিসও এই আন্দোলনের প্রেরণায় সাড়া দেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটে মহা ভাঙ্গন যা রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। সুসমাচারের দোহাই দিয়ে লুথার রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অনেক লোক তাঁর অনুসারী হয়।

## ইতিহাস পাঠ করতে হবে কেন ?

মণ্ডলীর দু'হাজার বছরের জীবন পাঠ ক'রে আমরা আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে চেষ্টা করব, অর্থাৎ আজ পর্যন্ত কিভাবে যীশু মানবের ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন ।

আগে লোকেরা 'ইতিহাসের শিক্ষা' সম্পর্কে অনেক কথা বলত; কিন্তু আজ আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি ঃ
[১] তথাকথিত ঐতিহাসিক অধিকারের নামে অনেক জঘন্য অপরাধকে ন্যায় বলে প্রতিপাদন করা হয়েছে। ইতিহাস কখনো পুনরায় প্রথম থেকে শুরু হয় না। একজন প্রাচীন দার্শনিকের মতে, 'একই নদীর জলে কেউ দু'বার স্নান করতে পারে না'। মণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা এমন একগুচ্ছ নিয়ম-কানুনও খুঁজে পাব না, যা আমরা সরাসরি প্রয়োগ করতে পারি। তথাপি বলা যায় মণ্ডলীর ইতিহাস কিছুটা সেই কোষাগারের মত যেখান থেকে এই রাজ্যের ধর্মগুরু পুরাতন ও নতুন জিনিষ প্রতিনিয়ত বের ক'রে আনেন।

যখন অনেক জনের একই বন্ধু থাকে তখন একেকজন সেই বন্ধুর মধ্যে ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে আর তা নির্ভর
[২] করে যার যার চরিত্রের উপর। একইভাবে, শত শত বছর ধরে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা বিভিন্নভাবে খ্রীষ্টকে অভিজ্ঞতা করেছে। মণ্ডলীর ইতিহাস আমাদের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা সহভাগিতা ক'রে বর্ধিত করে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে, যা সব সময় সীমিত থাকবে। মণ্ডলীর ইতিহাস আমাদের সাহায্য করে আজকের দিনে খ্রীষ্টীয় জীবন-যাপনের রীতিতে বিভিন্ন যুগের পরম্পরাগত অবদানকে খুঁজে বের করতে। প্রতিটি ঐতিহ্য সম্মানের যোগ্য, কিন্তু একই সময় আমরা সেটাকে গ্রহণ করি আমাদের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার ক'রে।

ইতিহাস পাঠ ক'রে আমরা জানতে চেষ্টা করব অতীত ও বর্তমানে খ্রীষ্টীয় আচার-আচরণকে মঙ্গলসমাচার কিভাবে বিচার ক'রে আসছে। ধর্মবিচার সভার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি, তবে সেই সঙ্গে এও বলতে পারি যে, এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান মঙ্গলসমাচারের পরিপন্থী, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমার নিজের আচার-আরচণ কি রকম হতে পারত তা আমি না-ও জানতে পারি।

ইতিহাসের প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব ভাষায় খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব তুলে ধরেছে। আমাদের সময়েও খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব তুলে ধরার জন্য একটি ভাষা আমাদের খুঁজে নিতে হবে। পুরাতনকালের ভাষাগুলি আমাদের ধর্মমতের আংশিক ভাষা হয়ে উঠেছে। আমাদের কি এসব ভাষা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত ? বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি তা অতীতের থেকে ভিন্ন।

একটি প্রশ্ন আমরা প্রায়-ই নিজেদের ক'রে থাকি ঃ একজন খ্রীষ্টান হওয়া বলতে কি বুঝায় ? যদি আমরা জানতে পারি প্রথম শতাব্দীগুলোতে, মধ্যযুগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা কিভাবে জীবন-যাপন করেছে তাহলে আমরা আমাদের প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেতে পারি। এই বই পাঠ ক'রে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব – এবং মাঝে-মধ্যে এই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের নিজেদের মূল্য নিরূপণ করব। আমরা এও দেখব যে, বর্তমানের কিছু কিছু সংকট নতুন কিছু নয়। এমন অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য আমরা উদ্‌ঘাটন করব যার দ্বারা আমাদের কল্পনাশক্তি উদ্দীপিত হলেও হতে পারে।

# পাঠ এবং কার্য-পরিকল্পনা

এই পুস্তকে আমরা মণ্ডলীর ইতিহাসের ১৫টি শতাব্দীর মধ্য দিয়ে দ্রুত ভ্রমণ করব। এই ভ্রমণ শুরু করার জন্য নীচে ইতিহাসে আমাদের যাত্রার প্রধান রূপরেখা এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের চলতে হবে তা দেওয়া হল।

## মণ্ডলীর ইতিহাস জনগণেরই ইতিহাস

মণ্ডলীর ইতিহাসকে আমরা মানব জাতির সাধারণ ইতিহাস থেকে আলাদা করতে পারি না। সেইজন্য আমাদের বর্ণনা করতে হবে সেই জগতকে যেখানে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা বসবাস করেছে এবং সেইসাথে স্মরণ করতে হবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি যা মণ্ডলীর জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস সম্বন্ধে যা শিখেছেন তা আপনার জন্য হবে একটি বড় সাহায্য, সেইসঙ্গে ভূগোল শিক্ষাও। এ কাজগুলি করা খুবই ভাল ঃ স্কুলে শেখা ইতিহাস এবং খ্রীষ্টধর্মের ক্রমবিকাশের পর্যায় ছবির মত মনে করা; শহর, প্রদেশ ও সাম্রাজ্যের অবস্থান কল্পনা করা; দূরত্ব ও সময় নির্ণয় করা যখন যাতায়াত পদ্ধতি ধীরগতি ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই বইয়ে আপনি কিছু মানচিত্র খুঁজে পাবেন, তবে এগুলির পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে আরও অনেক মানচিত্র দেখতে হবে।

## ইতিহাসের আলামত বা চিহ্নসমূহ

আমাদের কাছে রেখে যাওয়া আলামত বা চিহ্ন দিয়েই ইতিহাস অতীতকে নতুন ক'রে জীবন্ত ক'রে তোলে। ধর্মের দিক থেকে এসব আলামত বা চিহ্ন হতে পারে দালান-কোঠা, গীর্জাঘর, শিল্পকর্ম, মূর্তি, দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননগুলিতে আমাদের দেয় নব বিস্ময়। আমাদের ভ্রমণ এগুলির বেশ কিছুর সাথে হয়তো পরিচিত করিয়েছে। শিল্প, দালান-কোঠা এবং ধর্মীয় স্থানের উপর অনেক চিত্রসহ ব্যাখ্যার বই আছে।

## লিখিত প্রমাণ

কিন্তু, প্রত্নতত্ত্ব এবং শিল্প যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ঐতিহাসিকদের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হল লিখিত নথিপত্র অর্থাৎ মৌলিক। এই সিরিজের প্রথম দু'টি গ্রন্থে আপনাদের বাইবেল পড়তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, কেননা বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি গ্রন্থ নিয়ে রচিত। মণ্ডলীর ইতিহাস ঐতিহাসিক গ্রন্থের একটিমাত্র ভলিউম/খণ্ড পাঠ করার মত কোন বিষয় নয়, সে যতই বড় হোক না কেন, এমনকি সেই ভলিউমে বিভিন্ন লেখকের অনেক রচনাসামগ্রী থাকলেও। একগাদা রচনাসামগ্রী পড়ার সময় আমাদের নেই। এই কারণে এই বইয়ে মোটমুটি আমার লেখা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশগুলি সমান সমান স্থান পায়। সবগুলি গ্রন্থ, যেগুলি একটি বিশেষ ঘটনার উপর আলোকপাত করে, একত্রিত করা সম্ভব নয়। একজন লেখকের বেছে নেওয়া উদ্ধৃত অংশগুলির তালিকা খুব সীমিত, অন্য একজন লেখক খুব সম্ভবতঃ তার পছন্দ মত অন্য আর এক সহায়িকা তৈরী করতে পারতেন।

## একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও গবেষণা পদ্ধতি

যেহেতু বাইবেল একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাই How to Read the Old Testament-এর পৃষ্ঠা ১১-১৫ পুনরায় পড়ুন।

আপনার অবগতির জন্য নীচে কিছু প্রাথমিক নিয়ম-নীতি তুলে ধরা হল। এগুলি আপনাকে যেমন ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটি পূর্ণ আলোচনা দেয় না, তেমনি একটি কঠোর পরিকল্পনার প্রস্তাবও করে না যা এখানে প্রস্তাবিত প্রতিটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে পদে পদে মেনে চলতে হবে।

## সমগ্রের একটি অংশ

একটি চিঠি বা কোনকিছুর উপর খোদিত একটি বাক্য সহজবোধ্য একটি সমগ্র হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এখানে উপস্থাপিত পাঠের অংশ আরও দীর্ঘ পাঠের একটি উদ্ধৃত অংশবিশেষ মাত্র। তাই এই উদ্ধৃত অংশবিশেষ আবশ্যিকভাবে সমগ্র বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বাদ মেটাবে এমনটি বলা যায় না। চাইলে নির্দেশিত টীকা আপনাকে পুরো গ্রন্থ খুঁজে দেখতে এবং সেইসাথে আগে কি হয়েছে ও পরে কি ঘটেছে তা জানতে সাহায্য করবে। উন্মত্তভাবে অশেষ একটি গবেষণায় হারিয়ে যাবেন না, তবে যদি প্রয়োজনের তাগিদে, আপনার জানার উৎসাহকে আরও একটু প্রসারিত করতে দ্বিধা করবেন না।

## উপলব্ধি

পড়তে আরম্ভ ক'রে প্রথমে পাঠাংশের প্রতিটি শব্দ বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা করুন। ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং উল্লিখিত জায়গাগুলির নাম স্মরণে রাখুন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে লিখিত টীকা বা টিপ্পনী যথার্থতা লাভ করতে সাহায্য করবে।

## অনুবাদ

একটি প্রাচীন প্রবাদ এই রকম ঃ 'translators are traitors' অর্থাৎ 'অনুবাদক মাত্রই বিশ্বাসঘাতক'। একথা অনস্বীকার্য যে, অনুবাদকরা মূল গ্রন্থের সকল অর্থ হু-বহু তুলে ধরতে পারেন না। আপনি যে বই পড়ছেন তা অনেক সময় অনূদিত। আপনার জানা আছে যে, বাইবেল অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাই অনেক সময় কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দু'জন অনুবাদকের অনুবাদে পাওয়া যায়। ইতিহাসের বেলায়ও বলা যায় যে, অনুবাদক যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

## রচনা শৈলী

একটি প্রবন্ধের রচনা শৈলীকে যথোচিত বিবেচনায় আনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেকোন তথ্য উপযুক্তভাবে বুঝতে রচনা শৈলী আমাদের সক্ষম ক'রে তোলে। পুলিশের রির্পোট আর গীর্জায় দেওয়া উপদেশ একই নয়, একইভাবে একটি ব্যক্তিগত চিঠি এবং একটি বৈধ দলিলের রচনা শৈলী এক নয়।

## প্রাসঙ্গিক তথ্য

একটি লেখা আমাদের শুধু সেই তথ্যই দেয় না যা পাঠাংশের রচয়িতা সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের জানাতে চান। পরোক্ষভাবে, এই লেখা আমাদের অন্য তথ্যও দিতে পারে যা অনেক মূল্যবান এবং অধিকতর নিশ্চিত। ত্রাজেনের কাছে পত্রে প্লিনি মূলতঃ উদ্বিগ্ন ছিলেন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রপ্রধানের বিরাগের পাত্র হওয়া নিয়ে। কিন্তু এটা ক'রে তিনি পরোক্ষভাবে তার সময়কার এশিয়া মাইনরের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত খ্রীষ্টীয় সমাজগুলির সম্বন্ধে সুপ্রাচীন তথ্য দিয়েছেন।

## সত্য কোথায় নিহিত ?

কোন পাঠাংশের মুখোমুখি হয়ে আমরা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করতে বাধ্য ঃ 'যা সত্য রচয়িতা কি তা-ই আমাদের জানাচ্ছেন ? তাকে কি ভুল বুঝা হয়েছে ? তিনি কি আমাদের বিপথে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন ?' এটা স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভীকভাবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' উত্তর দিতে আমরা অপারগ। বিবেচনার অনেক হেতু আছে। অতীত ঘটনা সম্পর্কে আমরা তথ্য জানতে পারি ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে যারা আদৌ অতীতের কোন ঘটনার প্রত্যক্ষ

সাক্ষী ছিলেন না। কিভাবে তারা মূল নথিপত্রকে কাজে খাটিয়েছেন যার অস্তিত্ব আজ আর নেই ? খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উপর অত্যাচারীরা তাদের শত্রুদের সুখ্যাতি বা যশকে কলঙ্কিত ক'রে বেড়াত। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের স্বপ্নলোক খ্রীষ্টীয় সমাজের ছবি আঁকতেন। আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে একজন তার নিজস্ব অতীতের বর্ণনা দেন ; তার মধ্যে থাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। তিনি নিজেকে ধার্মিক বলে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। একজন ইতিহাসবিদ সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করেন – যে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পান এবং তার মধ্যে যা নির্ভরযোগ্য তা বেছে নিতে।

## সাক্ষ্য বা প্রমাণের মুখোমুখি

একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনার সঠিক উপলব্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের কাগজগুলি পাঠ করি। আমরা চেষ্টা করি আমাদের নিজস্ব মতামত সাজাতে। যখন আমরা বিভিন্ন টুকরো টুকরো প্রমাণ বা সাক্ষ্যের মুখোমুখি হই তখন আমরা ইতিহাসের বেলায়ও একই কাজ করি। কিন্তু এমনটি প্রায়-ই ঘটে, বিশেষ ক'রে ইতিহাসের আগেকার যুগে, কোন একটি বিশেষ ঘটনার একটি মাত্র তথ্যের উৎস আমাদের হাতে আছে। এই একটি মাত্র তথ্যের উৎসের উপর ইতিহাসবিদ আস্থা রাখবেন কি রাখবেন না তা নির্ভর করছে তার-ই উপর। এই কারণেই অনেক প্রাচীন শতাব্দীর কিছু বিষয় সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত না ঃ আমাদের নথিপত্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ইতিহাসবিদগণ প্রথমে অনুমান উপস্থাপন করেন, পরে সামঞ্জস্য ঘটান এবং সিদ্ধান্ত টানেন। তারা মাঝে-মধ্যে নিজেদের চিন্তাশক্তিকে অতিরিক্ত কাজে নিয়োগ করেন। আবার সময় সময় নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করতে তারা বাধ্য। একই নথিপত্র বা দলিল থেকে প্রায়ই যে পরিবেশ বা ঘটনা যথেষ্ট ভিন্ন বিবরণ দেওয়া হয় তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এজন্য একই কাল বা যুগের বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ পাঠ উপকারে আসে।

এই ছোট বইটি পড়ে আপনাকে জটিল কাজে হাত দিতে বলা হয়নি। আপনার জন্য একাজ ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসবিদদের কাজের পিছনে কি রয়েছে এবং মাঝে-মধ্যে তার ফল কতটা আনুমানিক তা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

## অজানা জগতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হওয়া

তবে শেষ পর্যন্ত দেখব যে, বিষয়গুলি যতটা জটিল বলে মনে হয়েছিল আসলে ততটা জটিল নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অতীত এবং অতীতের অভিজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত ক'রে রাখা। তবে আমাদের নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে আমরা অতীতকে বিশ্লেষণ করব না। আমাদের শিখতে হবে কিভাবে বিস্মিত ও অভিভূত হতে হয়, এছাড়া সবকিছু যে তৎক্ষণাৎ কাজে আসবে এরূপ আশা করা ঠিক না। সময় হলেই আমরা নিশ্চয় প্রশ্ন করব অতীতের বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয় কিভাবে আমাদের আজও ভাবিয়ে তোলে।

## যেভাবে বইটি ব্যবহার করব

বইটিতে রয়েছে সম দৈর্ঘ্যের ১০টি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে আংশিকভাবে দেওয়া ধারাবাহিক বিবরণ/উপাখ্যান যা বিভিন্ন ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্ণনা করে, এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন নথিপত্র বা দলিলের অংশবিশেষ যেগুলি সেই কাহিনীর উৎস। এইসব নথিপত্র বা দলিলের মধ্যে আছে মানচিত্র, চার্ট এবং সর্বোপরি যুগের সেইসব গ্রন্থসমূহ যেগুলি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন আছে। এইসব গ্রন্থ বা পাঠাংশ বিভিন্ন আকৃতিতে ও সংখ্যা দিয়ে বক্সের ভিতর দেখানো হয়েছে।

ধারাবাহিক বর্ণনার পাশাপাশি মার্জিনে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো বক্সের ভিতর সদৃশ পাঠ্যাংশের নথিপত্রকে নির্দেশ করে।

কোন অনুচ্ছেদের আগে তীর চিহ্ন (➔) নতুন নিয়মের অনুচ্ছেদকে অথবা এই বইয়ের অন্যান্য অধ্যায়কে নির্দেশ করে।

ইতিমধ্যে আমি ঐতিহাসিক পদ্ধতির কিছু দিক তুলে ধরেছি। বিবরণ থেকে নথিপত্রে/দলিলে যাওয়া এবং

পুনরায় বিবরণে ফিরে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা পরস্পর পরস্পরকে বর্ণনা করে।

আপনি একাকী বইটি ব্যবহার করতে পারেন, দলীয় কাজের জন্যও বইটি খুবই সহায়ক। বইটিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পড়ে অনেকে হয়ত ভাববেন যে, বর্ণনাগুলি সময় সময় অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত। তাই সেই বিষয়ে আরও পড়ার বা জানার জন্য আপনি নীচে একটি বইয়ের তালিকা পাবেন; একক পাঠক বা দলের পরিচালক এ বইগুলির সাহায্য নিতে পারবেন।

## কাজের সহায়িকা

সাধারণতঃ গ্রন্থপঞ্জিতে পাঠকদের হতাশ করার একটা প্রবণতা আছে কারণ লোকে ভাবে যে, তারা তালিকায় উল্লিখিত বই কখনোই পড়ে শেষ করতে পারবে না! কিন্তু সবকিছু পড়ার দরকার নেই ...। মোট কথা হল আপনি যা জানতে চান তা কোথায় পাবেন তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পরিশিষ্টে গ্রন্থ তালিকাসমূহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নীচের তালিকাটি একটি ছোট তালিকা মাত্র, এতে আছে সাধারণ লেখাগুলি যা এই বইয়ের সারমর্মের উপর সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে। আরও তালিকা প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত বইগুলি যে খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাও না, বইগুলি মাঝারি ধরনের যেকোন লাইব্রেরী বা বইঘর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

ধর্মসংস্কার-পরবর্তী ইতিহাসের উপর বিস্তারিত ভলিউম পাওয়া যাবে How to Read Church History, Volume 2-এ।